OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 170 - 176
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা : আঙ্গিকগত ভাবনা

সম্পা মাহাতো
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sampa.presidency1996@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword ***Abstract***

Discussion

পঞ্চাশের দশকের একজন অন্যতম প্রধান কবি হলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। তাঁর কবিতার আঙ্গিকগত দিক পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে কবির জীবন অভিজ্ঞতার নানা দিক তাঁর নির্মাণকল্পে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সেখানে স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায় কবির মনের ভাবনা-কোণ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। সেই সঙ্গে তাঁর পঠন-পাঠনের জগতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মননের বিস্তৃত পরিচয়। অমিতাভ দাশগুপ্তের কাব্যভাষায় শব্দচিত্র নির্মাণ আর শব্দ চয়নের বৈচিত্র্য সীমাহীন। সেই শব্দ আর ভাষাদৃশ্যের উৎসমূলে আছে তাঁর বহুব্যপ্ত জীবন অভিজ্ঞতা। তাঁর কবিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যেমন -

> "ওগো গুঢ়তমা নারী, দক্ষিণ সমুদ্র
> থেকে আরজে ওঠা রক্ত বুদবুদ,
> হাততালি দিতে দিতে ফেটে গেল নিজস্ব পুলকে,
> জোয়ারে ছড়িয়ে গেল তন্তসার স্বপ্নমালা, কাম-"[১]

আলোচ্য পঙক্তি গুলিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে - গুঢ়তমা, রক্তবুদবুদ, পুলক, স্বপ্নমালা, তন্তুসার প্রভৃতি।

সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের বিন্যাসও লক্ষনীয় অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতায়। উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় এই যে, সমাসবদ্ধ পদটি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করলেও তার প্রয়োগ একেবারেই প্রথাসিদ্ধ নয়। যেমন - 'গুঢ়তমা নারী' - এই পদনির্মাণ ও নারী শব্দের বিশেষণ রূপে 'গুঢ়তমা' শব্দের প্রয়োগে অমিতাভ দাশগুপ্তের নিজস্ব শব্দ সন্ধান ও শব্দ নির্মাণের ক্ষমতা তা পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তৎসম শব্দ সহযোগে এমন আরও কয়েকটি কাব্যভাষার উদাহরণ হল -

> "নাছোর নারীর মত এত লেগে আছে অভিমান,
> আত্মার সমগ্রে এসে ঢুকেছে চিকন বিষ-দাঁত,
> ছাড়াতে পারি না, রাত্রি ফুঁসে ওঠে কাফি কানাড়ায়,
> মৃদু আলাপের পর যে রকম তান চক্করের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলট্রামেরুল-ফাঁসে জব্দ থাকে মাঘের সবিতা-
আত্মার সমগ্রে এসে ঢুকেছে দংশন প্রিয় দাঁত।"[২]

চিকন বিষ-দাঁত, দংশন প্রিয় দাঁত আবার 'তাচ্ছিল্যের দামিনী বিলাস', 'আত্মার রক্ততিল' প্রভৃতি। তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা গেছে বাংলা, সংস্কৃত, আরবি-ফারসি শব্দ ও শব্দবন্ধের অবাধ ব্যবহার। যেমন -

"আঙুর নামে লাজুক মেয়েটি খুব চাপা গলায়
খশরুর বেশ কিছু শায়েরি পড়ে
মধ্যরাতে হঠাৎ চালিয়ে দিল আমীর খাঁ,
আর মেঘের পেট চিরে হায় হায় চলে গেল গুপ্তি।
একসময় মনে হল বুঝি ভর হয়েছে মেয়েটির,
রসে টসটস করতে লাগল আঙুরের বুক আর মুখ।
আমাদের ঠোঁটে ঠোঁটে তখন তরল আঙুর
চোখে চোখে আঙুরফল।"[৩]

সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে ইংরেজি শব্দের অবিচ্ছিন্ন মিশ্রণ। অনেক আরবি-ফারসি শব্দ সম্পূর্ণত বাংলা হয়ে গেলেও অনেক অভিব্যক্তি আছে যেখানে সেগুলি অতিরিক্ত এক তির্যক কটাক্ষ বহন করে। কিন্তু আরবি, ফারসি বাগভঙ্গি থেকে তুলে নেওয়া এ জাতীয় অংশ ঈশ্বরগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশেষ ধরনের কবিতায়)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ১৯৩৮-১৯৪০ সময়পর্ব থেকেই বাংলা কবিতার ভাষায় তা কমে যেতে শুরু করে এবং সেই জায়গাটা নিতে থাকে ইংরেজি শব্দ ও পশ্চিমি ভাষা সুলভ প্রয়োগ বিধি। আমরা জানি যে, বিভিন্ন কারণেই মধ্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা পূর্বকালের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে গেছে। বিশ শতকের শেষ তিন দশক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সময়ে প্রবণতা সম্প্রসারণের দিকেই ধাবিত। এর কারণ অনেকটাই এসেছে সামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রয়োজনে এবং নিদিষ্ট কিছু শব্দ ও অভিব্যক্তির বাংলা বিকল্প না থাকায় অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতায় ইংরেজি শব্দ, শব্দবন্ধ ও বাগভঙ্গির অবিরল মিশ্রণ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত এক কাব্য ভাষারই অধিকারী করেছে তাঁকে। প্রয়োগের সিদ্ধি থেকেই অনুভূত হবে কবির কাব্যভাষা কতটা নিবিড়ভাবে যথাযথ হয়ে উঠেছে ইংরেজি শব্দাবলি ও বাক্যবন্ধের এই মিশ্রণ -

"টলন্ত নিঃশ্বাসে দোলে রোপওয়ে, টানা ট্রামলাইন,
দেয় নিরন্ধ্র মহড়া
গেরিলা প্রণালী বেয়ে মাংসভুক দু'চারটে পিকাপ,
ট্রলপ ট্রলপ শব্দে
হয়তো উঠেছে এসে দশ বিশ খাঁকি উর্দি
এতক্ষণে তোমারই ওঠোনে -
এড়ানো কি সরল গণিত?"[৪]

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রয়োগ এতটাই স্বাভাবিক যে সেগুলি যে বিদেশি, তা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না। খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। যেমন - ট্রামলাইন, পিকাপ, ট্রলপ প্রভৃতি শব্দ।আবার তাঁর 'আগুনের ভেলা' কবিতায় লক্ষ্য করা যায় -

"রিঙের চারপাশে আগুন
মাঝখানে ফ্লাই বিউটি গোলাপ
সামনে হান্টার হাতে গোমেজ
পেছনে আফিংখোর বাঘ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর চারপাশে
সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর
চোখের আগুনে পুড়ে যায়
জিভের লালায় ভিজে যায়
গোলাপ সুন্দরীর চামড়া কাটা কস্টিউম।”[৫]

কবিতাটিতে ফ্লাই বিউটি, হান্টার, কস্টিউম প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ লক্ষ্য করা গেছে। আবার তাঁর অপর একটি কবিতা ‘প্রিটোরিয়ার ফাঁসির মঞ্চ থেকে’ কবিতায় দেখা যায় -

“সলিটারি সেলে
বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত
পায়চারি করছেন নেলসন ম্যান্ডেলা,
আলট্রা-মেরুন অন্ধকারে
আদমের দিন থেকে ইচ্ছেয় শান দিচ্ছে
ডারবান স্যালিসবেরি নাটালের
পোড়ামাটির মানুষ।”[৬]

সলিটারি সেল, আলট্রা-মেরুন, স্যালিসবেরি প্রভৃতি শব্দ। বস্তুত তিনি আজকের যুগের বাস্তবতাকেই তুলে ধরবার চেষ্টা সবরকমের শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে করেছেন। কিন্তু অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার প্রধান ভাষাভঙ্গি মূলত একালের শিক্ষিত মানুষের ভাষা এবং মধ্যবিত্ত নাগরিকের ভাষা। আবার আঞ্চলিক ভাষা থেকে শব্দ তুলে নিতেও কোনো দ্বিধা করেননি তিনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা পেতে পারে ‘ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ’ - কবিতাটি। সমগ্র কবিতাটিই অভাবগ্রস্ত রুক্ষ জীবনের হতাশা আর ক্রোধ মেশানো ধারালো মৌখিক বাচনে উচ্চারিত। সম্পূর্ণ কবিতা। কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হল -

“চরায় বড়াই খই ফুটেছে তপ্ত খোলা
পাথর মাটি পাথর,
গোয়ালে গাই বিইয়েছে
তার দুধ বাঁটে নেই এক পো,
পুকুর-নদীর জল শুকিয়ে বাস্প,
কোলে কলসি, কাঁখে কলসি, কাতার কাতার
... ...
লে লে ছে আনা লে ঘা লিবি ছে আনা
আমি রাজার ভাতিজা এসেছি সদর থেকে।
গাঁও বুড়ো হবে ঘরের ঝিয়ারি,
বাল-বাচ্চাও শুধোয়-
তুমি কোচড়ে এনেছো কি?
... ...
হিস হিস হিস হিস
জমি জিরেত জ্বালিয়ে
ধা ধা কালকিউটের বিষ।”[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত দেশজ এবং চলিত শব্দ, বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন – সব কিছুর উপরেই কি অনায়াস দখল ছিল অমিতাভ দাশগুপ্তের তা এই কবিতাটি থেকে সহজেই বোঝা যায়। বিশ্বের ও দেশের সংস্কৃতির স্তরে স্তরে কবির ছিল অবাধ বিচরণ যা তাঁর কাব্যভাষার রূপ স্বতস্ফূতভাবে নির্মাণ করেছে, সেই সংস্কৃতিলোকের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচয় পাঠককে অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতার স্বাদ থেকে কিছুটা বঞ্চিত রাখবে। আদিবাসী ভারতীয়দের জীবন থেকে উঠে এসেছে তাঁর কবিতা -

"কবে এ খেলার শুরু?
সে কথা জানে না আর্য-প্রতিভা,
জানেন মারাংবুরু,
হো, মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতাল
ভিড় করে আসে স্বপ্নে আমার
মঙ্গোলয়েও মহাকাল।"[৮]

অমিতাভ দাশগুপ্তের চিত্রকল্প নির্মাণ কৌশলের উপর পূর্ণ অধিকার ছিল। অত্যন্ত সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'শেষ ঘোড়া' কবিতায় -

"একত্রিশ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে
এ আমার স্পেকুলেশন,
তোমার ডাইনে সুইট ফায়ার,
বাঁয়ে ব্লিডিং হার্ট,
এক কদম পিছনে প্রিন্স কাতু
নেক টু নেক ফুলমালা
আমার একত্রিশ বছরের সুখ দুঃখ
... ...
তোমার পাঁজরের পিসটনে আমার হাঁফসে ওঠা বুক,
তোমার ছুটন্ত ধমনীতে আমার
টালমাটাল রক্ত,
তোমার পতিটি গ্যালপে আমার বাদামি উরুর জলোচ্ছ্বাস
তোমার অসহ তারুণ্য খানিকটা খিমছে নিয়েছে আমার বয়স।"[৯]

আলোচ্য কবিতায় কবি বলেছেন, তাঁর একত্রিশ বছরের সুখ দুঃখ আছে এই বাজির পিছনে, হোয়াইও স্ট্যান্ডে, 'বায়নাকুলারে' চোখ রাখা সেই 'একাগ্র দৃষ্টি', 'গ্যালপে গ্যালপে' 'ধমনীতে টালমাটাল রক্ত', 'উইন চাই উইন' প্রভৃতি চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে তাঁর কবিতাটিতে একাগ্রতার লক্ষ্য ভেদ করবার জন্য আজকের মানুষ আর মীনচক্ষু বিদ্ধ করবার জন্য নিজের হাতে ধনুর্বাণ তুলে নিতে সাহস করে না। সে বাজি ধরে ঘোড়ায় বৃহৎ অর্থে জুয়ার খেলায়ন। তার জীবন আঁকড়ে ধরবার আকাঙ্ক্ষা গভীর। আবার তিনি 'মেরিপিকনিক' এবং কার্নিভাল এর সমন্বয়ের চিত্রকল্প দিয়ে কবিতা রচনা করছেন-

"ঘরে যত বাড়ন্ত চালডাল
তত ময়দানে দুশো ফুর্তি,
তত জড়াজড়ি, হামি, বেলেল্লা
যত ট্যাংকের জলে পচা শব।
মুছে পাইপগানের ছ্যাদা নল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাচে ভৈরব, নাচে চণ্ডাল
আজ ঠিক নেই কিছু ঠিক নেই
মেরি পিকনিক তাই পিগমির।"[১০]

এই কবিতায় চিত্রকল্পের ইঙ্গিত অবশ্য অনেকটাই স্পষ্ট। কবি বলে দিয়েছেন যে অদ্ভুত আত্মবিস্মৃত ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন এক নেশাগ্রস্থ সমাজে বাস করছি আমরা, আমরা ভুলে থাকছি প্রকৃত বাস্তবকে, বর্তমানের সমূহ বিপদকে।

যখন অন্নসংস্থান নেই ঘরে তখনও ডুবে থাকছি নেশায়। এই কবিতায় কেবল 'মজা'র হুল্লোড় নয়, সেই মজায় যারা ডুবে আছে তাদের কবি 'পিগমি' বলে উল্লেখ করেছেন। এই শব্দের ব্যঞ্জনায় এক খর্বিত বিকলাঙ্গ মানব সমাজ চোখের সামনে ফুটে ওঠে - এইখানে তাঁর চিত্রকল্পটির মধ্যে অধিকতার তীব্রতা সঞ্চারিত হয়। তিনি তাঁর কবিতায় যে পূর্ণ চিত্রকল্পগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সবই দ্রুতবেগ সম্পন্নতার অনুভবে আমাদের প্রধানত আকৃষ্ট করে - ক্রিকেট, ঘোড়দৌড়, কার্নিভ্যাল-এর হুল্লোড়, পথচলা, মেরি-গো রাউন্ড, অর্কেস্ট্রা, নদী ইত্যাদি চিত্রকল্প লক্ষণীয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতায় যৌনতার অনুষঙ্গ কিছুটা প্রবল। তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতার চিত্রকল্প ব্যবহারের অনুষঙ্গে - 'দশটি তরঙ্গ' কবিতায় -

"তুমি সবই জানো, জানে যুবতীকে যেমন সাবান,
ওগো সমকামী জল, কোনও আলোড়ন নেই তোমার ভিতর,
যেসব রমণী স্নানে ঘন সুখ পেতে আসে, তুমি তাহাদের
নানান মাপের স্তন, শ্রেণী, জঙ্ঘা ডাক্তারের মত
নেড়ে নেড়ে ফসফরাস দিয়ে ধুয়ে মেজে
বলো; যাও, কলঘরে যাও।"[১১]

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতায় কাব্যভাষায় যৌনতা সূচক এই ধরনের চিত্রকল্প যেমন 'সমকামী জল, নানান মাপের স্তন, স্নানে ঘন সুখ পেতে আসে চিত্রকল্প গুলি জীবনের সেই গভীর তলকেই স্পর্শ করতে চায় যার উপরিতলে আছে রক্তমাংসময় শরীর দেহকোষ ও চামড়ার আবরণ। তাঁর কবিতায় শরীরী বর্ণনার সমগ্র উপস্থাপনেই সেই নিহিত নিবিড় বাসনার টান বা সর্বগ্রাসী ভাবে সমগ্র জীবনকে পেতে যায়। চিত্রকল্প গুলি ইন্দ্রিয় বাসনা উত্তরণেরই দিক চিহ্ন – এ সত্য কোন কবিতা পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবেনা।

একজন কবির কাব্যভাষার অন্যতম দিক হল ছন্দ। বাংলা ছন্দের প্রথাসিদ্ধ তিন ধারা- মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত; তার সাথে গদ্যরীতিতে তৎকালীন কবিরা অনায়াসে কবিতা লিখেছেন। অমিতাভ দাশগুপ্তও ব্যতিক্রম নন। কবিতা আলোচনার সূত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে ছন্দের নানাবিধ কারিগরিতে এক অসীম আগ্রহ ছিল তাঁর। সেকারনে ট্রিওলেট ছন্দে একটি কবিতা লিখেছিলেন যেখানে একথা বলেছেন তিনি যে- এই ছন্দে তাঁর পূর্বসূরি কবি বিষ্ণু দে-র অনুসরণ রয়েছে -

"ট্রিওলেটে লেখা কবিতায়
যদি এতটুকু হাওয়া দেয়
তোমার চোখের মৌন,
যেখানে যেটুকু ছড়িয়ে
আমি তো নিয়েছি কুড়িয়ে
নীরবে যৎসামান্য,
... ...
দিনরাত বলে যাচ্ছে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সত্যি সত্যি সত্যি।"[১২]

'আলোচ্য' কবিতায় 'মাঘ নিশীথের সবিতা' পঙক্তিতে বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা' কবিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মিশ্রবৃত্ত ছন্দের কবিতায় পয়ারের চোদ্দ এবং আঠারো মাত্রার বন্ধন ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-র অনুসরণ করে মিশ্রবৃত্ত মুক্তক ছন্দে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। কলাবৃত্ত ছন্দের নানান কারিগরি তিনি তাঁর কবিতায় ছন্দে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার তুলনামূলক কম ব্যবহৃত করেছেন। কলাবৃত্ত ছন্দের আশ্চর্য একটি দৃষ্টান্ত তাঁর 'মেরি পিকনিক' কবিতাটি -

"(আজ) ঠিক নেই কিছু/ ঠিক নেই,
(মেরি) পিকনিকে তাই/ পিগমিরা
(এলো) ঢাল-সহরৎ/ বাজিয়ে
(সারা) শহর-গঞ্জ/ ঝমঝম,
(গোল) ছোট ছোট হাত/ পা নেড়ে
(জোর) নাচল তুখোড়/রুম্বা- (২+৬+৪)
(আজ) ঠিক নেই কিছু/ঠিক নেই (২+৬+৪)
(মেরি) পিকনিক তাই/পিগমির।"[১৩] (২+৬+৪)

এখানে লক্ষ করা গেছে (২)+৬+৪ কখনও আবার শেষ স্বরটি যেমন- বাজিয়ে, রুম্বা এই স্বর দুটি দ্বিমাত্রিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেক সময়ই অমিতাভ দাশগুপ্ত ছন্দকে সাজিয়েছেন কবিতার উপলব্ধির যথার্থতার উপর ভিত্তি করে। তাঁর 'শেষ ঘোড়া' কবিতাটি ঘোড় দৌড়ের প্রসঙ্গে লেখা একটি কবিতা যা দলবৃত্ত ছন্দে লেখা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু অমিতাভ দাশগুপ্ত কবিতাটি মিশ্রবৃত্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের ঝোঁক ব্যবহার করে লিখেছেন। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে কবিতাটি লেখার কারণে অনুভব করা যায় যে ঘোড়দৌড়ের সময় প্রতিটি ঘোড়া একই ছন্দে ও গতিতে চলে না; প্রতি মুহূর্তেই তারা এগোনো, পেছানো করে। কোনোরকম মাপা ছন্দে তাঁর এই কবিতাটির গতিময়তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের একসময় গিয়ে মনে হয় গদ্যছন্দে কবিতা লিখলে মনের ভাব অনেক সুদৃঢ় ভাবে প্রকাশ করা যাবে। তাই তিনি বেশিরভাগ কবিতা গদ্যছন্দে লিখেছিলেন নাগরিক মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার করে। যেমন তাঁর 'গাছ' কবিতাটি লক্ষ্য করলে গদ্যছন্দের সুন্দর প্রয়োগে লক্ষ্য করা গেছে -

"দাঁড়িতে থাকতে থাকতে কখন গাছ হয়ে গেছ তুমি-
কেউ কি সে কথা বলে নি?
তোমার পায়ের শিকড় পাতালে চারিয়ে গিয়েছে কদ্দুর,
রোদ্দুরে জলে না - নড়াচড়ার কষ্ট
দেখে মানুষের বুকের পাথর তবুও কেন যে গলে নি
বুঝি না কিছুতে বুঝি না,
ঝোড়ো হাওয়া কেন তোমাকে দেখেই তটস্থ। আর চলেনি।"[১৪]

কবিতাটিতে 'গাছ'কে তিনি একজন জীবন্ত প্রতীক রূপে সমাজ বাস্তবতার কঠিন, কোঠর বাস্তব সত্যের রূপকে তুলে ধরেছেন এবং সেই কারণেই হয়তো তার গদ্যছন্দকে বেছে নেওয়া।

অমিতাভ দাশগুপ্তের 'আমার নাম ভারতবর্ষ' নামক কবিতাটিতে তাঁর শব্দ প্রয়োগের কৌশল লক্ষ্য করার মত। প্রথমের তিনটি স্তবকের প্রত্যেকটির শেষে লেখা হয়েছে তার নাম ভারতবর্ষ। অথচ কবিতাটির শিরোনাম 'আমার নাম ভারতবর্ষ'। মাঝের তিনটি ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নেই, আছে তার ক্ষুদ্র অঞ্চলের। শেষ স্তবকে তিনটি পৃথক অর্থবোধের উল্লেখ স্বদেশ, স্বাধীনতা, ভারতবর্ষ। তাঁর কবিতায় অলংকার প্রয়োগের কৌশলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয়, অতিশয়োক্তি,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170 - 176
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থোৎপত্তি, বা উপমা প্রভৃতি বহু অলংকার প্রয়োগে কবিতাটির শিল্পশরীর নির্মিত। গদ্যছন্দের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ কবিতার ভাবকে প্রবাহমান ও গতিময় করে তুলেছে।তাঁর কবিতার ভাষা সচেতনভাবে যেখানে প্রতিবাদী সেখানে তা আবার কিছুটা আক্রমণাত্মক। কিন্তু বিদ্রুপের তির্যকতাও তাঁর কবিতায় খুব অঢেল নয়। জীবনের যেখানে বঞ্চনা ও অত্যাচার সেখানে ব্যঙ্গ-কটাক্ষের দৃষ্টি চালনা করবার মতো মানসিক দূরত্বে তিনি নিজেকে কখনোই অবস্থিত করতে পারেননি। কবিতার ভাষা সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত রেখেছেন তিনি কোনো বানানো বিষয়কে খুব বেশি প্রশ্রয় দেননি কবিতায়। এভাবেই অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর কবিতার আঙ্গিকগত দিক সযত্নে নির্মাণ করেছেন।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, অমিতাভ, অমিতাভ দাশগুপ্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ‘দশটি তরঙ্গ-৮’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭, পৃ. ২১
২. তদেব, ‘দশটি তরঙ্গ - ৩’, তদেব, পৃ. ১৯
৩. তদেব, ‘তুত রঙের মাঠকোঠা’, পৃ. ৬৮, ৬৯
৪. তদেব, ‘ক্ষমা? কাকে ক্ষমা’, পৃ. ১৭৫, ১৭৬
৫. তদেব, ‘আগুনের ভেলা’, পৃ. ১৫৩
৬. তদেব, ‘প্রিটোরিয়ার ফাঁসির মঞ্চ থেকে’, পৃ. ১০৪
৭. তদেব, ‘ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ’, পৃ. ১৬১, ১৬২
৮. তদেব, ‘অলৌকিকের হাঁস’, পৃ. ১৪৩, ১৪৪
৯. তদেব, ‘শেষ ঘোড়া’, পৃ. ১৮১
১০. তদেব, ‘মেরি পিকনিক’, পৃ. ১০৬
১১. তদেব, ‘দশটি তরঙ্গ-৬’, পৃ. ২০
১২. তদেব, ‘সত্যি’, পৃ. ২২
১৩. তদেব, ‘মেরি পিকনিক’, পৃ. ১০৬
১৪. তদেব, ‘গাছ’, পৃ. ১১১